রাজধানীর সূত্রাপুরে

হেযবুত তওহীদের এমাম

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম প্রদত্ত ভাষণ

হেযবুত তওহীদ

প্রকাশক:

তওহীদ প্রকাশন

৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড,

পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা ।

ফোন: ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০-১৭৪৬৫১

িিি.যিুনঁঃঃধযিববফ.ড়ৎম

প্রকাশকাল: ২৫ অক্টোবর ২০১৬

মূল্য: ১০.০০ টাকা

আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম,

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন । সালাতু সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ, সালাতু সালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, সালাতু সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদুল মুরসালিন । সালাতু সালামু আলাইকা ইয়া খাতামুন নাবিয়্যিন । সালাতু সালামু আলাইকা ইয়া এমামুয্যামান ।

আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, আমাদের হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের ভাই ও বোনেরা, আমাদের সম্মানিত মিডিয়াকর্মী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ, সবাইকে আমার সালাম । সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতাল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ।

সম্মানিত উপস্থিতি, আজকে যে সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা এই জনসভা করছি, সেই সময়টাকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে । মানবজাতির ইতিহাসে এমন কাল, এমন সময় আর উপস্থিত হয় নি । সমস্ত পৃথিবী আজ অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, জুলুম আর রক্তপাতে পূর্ণ । প্রতিটা মুহূর্ত কাটছে যুদ্ধের আতঙ্কে । চল্লিশ হাজার এটোমবোম তৈরি করে রাখা হয়েছে মানবজাতিকে বিনাশ করে দেয়ার জন্য । এমন কোনো সমাজ নেই যেখানে মানুষ ত্রাহী সুরে চিৎকার করছে না । সমস্ত পৃথিবীতে একসঙ্গে এত ক্রন্দন, এত অশান্তি বোধ হয় অতীতে আর হয় নি । গত শতাব্দীতে দুই-দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হলো, চৌদ্দ কোটি বনি আদম খুন হলো, তারও কয়েকগুণ মানুষ পঙ্গু হলো, বিকলাঙ্গ হলো । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আজ পর্যন্ত দুনিয়া জুড়ে কী হচ্ছে- এই বিষয়টি আপনাদেরকে ভাবতে হবে । মজলুমের উপর জালেমের অত্যাচারে, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনায়, সরলের উপর ধূর্তের প্রতারণায় পৃথিবী আজ পূর্ণ । পৃথিবীর মাটি আজ নারী এবং শিশুর রক্তে ভেজা । এই অবস্থায় চিন্তাশীল মানুষ, বিবেকসম্পন্ন মানুষ আজ দিশেহারা । শান্তির পথ কোথায়? কোন পথে গেলে শান্তি মিলবে? নতুন নতুন আইন তৈরি হচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সংখ্যা, সক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে । তাদেরকে নতুন নতুন প্রযুক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করা হচ্ছে । নতুন নতুন টেকনোলজি আবিষ্কার হচ্ছে মানুষকে শান্তি দেয়ার জন্য, অপরাধ নির্মূল করার জন্য । কিন্তু আপনি যদি গত কয়েক দশকের পরিসংখ্যান করেন তাহলে দেখবেন, অন্যায়-অবিচার, জুলুম-রক্তপাত ধাঁইধাঁই করে বাড়ছে । প্রতিটা জনপদে- কী পূর্বে, কী পশ্চিমে, কী উত্তরে, কী দক্ষিণে সর্বত্র আজকে হাহাকার । এর কারণ কী? এ কারণটা নিয়ে আজকে ভাবতে হবে আমাদের । এই প্রসঙ্গে আমি সংক্ষেপে কিছু কথা বলবো ।

আমরা মানুষ, আশরাফুল মাখলুকাত, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এক অসাধারণ সৃষ্টি আমরা । এই মানুষতো পশুর মতো জীবনযাপন করতে পারে না । পশু খায়, মানুষও খায় । পশু বংশবৃদ্ধি করে,

মানুষও করে। পশু একটা পর্যায় এসে মরে যায়, মাটির সঙ্গে মিশে যায়। মানুষ যদি কেবল এইরকম একটা জীবন নির্বাহ করে, তাহলে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। ঐ পশুর সঙ্গে, ঐ বৃক্ষরাজির সঙ্গে মানুষের মৌলিক কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। পবিত্র কোর'আন থেকে আমরা পাই।

১. এই মানুষের ভিতর আল্লাহর পবিত্র রূহ আছে। অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে এটি নেই। (সুরা হিজর- ২৯)।

২. এই মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি, আল্লাহর খলিফা। অন্য কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ বলেননি, তোমরা পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি। (সুরা বাকারা ৩০)।

৩. এই মানুষকে আল্লাহ নিজ হাতে বানিয়েছেন। অন্য কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ এভাবে নিজ হাতে বানাননি। (সুরা ছোয়াদ- ৭৫)।

৪. সমস্ত সৃষ্টিকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন মানুষকে (খলিফাকে) সেজদা করতে। অর্থাৎ তাকে সার্ভিস দিতে, সেবা করতে। (সুরা ছোয়াদ- ৭২-৭৩)। এজন্য আমরা আজ বিদ্যুৎকে চাকরের মতো খাটাচ্ছি। এজন্য আজ গরু-ছাগলকে জবাই করে তার গোস্ত খাচ্ছি। বৃক্ষকে আমরা জ্বালানি কাঠ হিসেবে ব্যবহার করছি, চন্দ্র-সূর্য ক্রমাগত আমাদের সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর নির্দেশে সমস্ত সৃষ্টিই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত।

কাজেই আমরা পশুর মতো নয়। আমাদের এই জীবনের মূল্য আছে, প্রতিটা মুহূর্তের মূল্য আছে। আমাকে ভাবতে হবে আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? আমার গন্তব্য কোথায়? ভাবতে হবে আমার সমাজকে নিয়ে। কারণ, আমাদের এই সমাজ, এই রাষ্ট্র, একটা দেহের মতো। আমার দেহের মধ্যে যদি কোনো রোগ বাসা বাঁধে এবং যদি আমি ঔষধ না খাই তবে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হবো, এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আজকে সমাজে যদি কোনো রোগ হয়, রাষ্ট্রে যদি কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি হয় তবে কিভাবে সেই রোগ সারিয়ে তোলা যায় তার জন্য সমাজের প্রতিটি মানুষকে ভাবতে হবে। কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবলে চলবে না, আমাকে ভাবতে হবে আমার সমাজ নিয়ে, আমার রাষ্ট্র নিয়ে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যদি না থাকে তবে আমার অস্তিত্বও থাকবে না। আমাকে ভাবতে হবে আমার এই বিশ্বকে নিয়ে। কারণ, আল্লাহ বলেছেন, "ওয়া-ইজা কালা রব্বুকা লিল-মালা-ইকাতি ইন্নি জা-ইলুন ফিল-আরদি খালিফা।" শব্দটা হলো 'ফিল আরদ' (This Earth), অর্থাৎ এই পৃথিবীতে তুমি আল্লাহর প্রতিনিধি। কাজেই এই পৃথিবী নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে। এই পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে-না হচ্ছে? কে অশান্তির মধ্যে আছে? কে দুর্গতির মধ্যে আছে? এই অশান্তির কারণ কী? এই অশান্তি দূর করায় আমার কী ভূমিকা রয়েছে? আমার কী কর্তব্য রয়েছে? এটা নিয়ে ভাবতে হবে। যদি না ভাবি, স্বার্থপরের মতো আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপন করি তবে তো আমি মানুষই না। আমার অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী তো ব্যর্থ।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! আপনারা অনেক কষ্ট করে আজকে হেযবুত তওহীদের এই জনসভায় এসেছেন। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ আপনাদেরকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহ আমাদেরকে ব্রেন দিয়েছেন সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত যাচাই করার জন্য, পাগলের মতো একদিকে দৌড়ানোর জন্য নয়। আল্লাহ আমাদেরকে চক্ষু দিয়েছেন, দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, সাদা এবং কালো দেখার জন্য। সাদা এবং কালো আপনি দেখবেন, আলাদা করবেন। শ্রবণ শক্তি দিয়েছেন শোনার জন্য। হৃদয় দিয়েছেন উপলব্ধি করার জন্য। সুতরাং আমাদেরকে দেখে, শুনে, উপলব্ধি করে প্রতিটি কাজ করতে হবে। একজন বললো আর অমনি আপনি দৌড়ে চলে যাবেন, সেদিকে সওয়াব হবে এই আশায়, এটা ভুল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে বিশ্বাস করার বেলায় কোথায়ও বলেননি, অন্ধের মতো শুধু আমাকে বিশ্বাস কর। তিনি বলেছেন, দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ আমার সৃষ্টির কোথাও কোনো খুঁত পাও কি না।' কাজেই আমি বলবো, কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, কোনোদিকে ছোটার আগে বিচার করুন, বিশ্লেষণ করুন। কেন সেদিকে যাবেন? কী জন্য যাবেন? তাতে আপনার কী উপকার? আপনার জাতির কী উপকার? মানবজাতির কী উপকার?

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে পৃথিবীময় জঙ্গিবাদী তান্ডব চলছে। এই জঙ্গিবাদী তান্ডব কোত্থেকে শুরু হলো? কারা এটাকে প্রোমোট করছে? কারা অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটাচ্ছে- এই তথ্য আজকে আমাদেরকে জানতে হবে। আমরা আজকে নির্বোধের মতো চোখ বন্ধ করে থাকলে হবে না। কারণ, যেই সংবাদ এতদিন আফগানিস্তানের সংবাদ ছিল, সিরিয়া-ইরাকের সংবাদ ছিল, আজকে সেই সংবাদ আমার পবিত্র জন্মভূমির। জঙ্গিবাদ আজকে মধ্যপ্রাচ্যের মাটি পেরিয়ে এই বাংলার মাটিকেও স্পর্শ করেছে। কাজেই এই জঙ্গিবাদ নিয়ে আজকে আমাদের প্রত্যেককে সজাগ এবং সতর্ক হতে হবে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! আমি যে কথা বলতে চাই, এই জঙ্গিবাদ আমার পবিত্র ধর্ম ইসলাম থেকে সৃষ্টি হয়নি। এ এক বিরাট ষড়যন্ত্রের অংশ। আমি সংক্ষেপে বলবো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আফগানিস্তানের মাটিতে যখন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ান ব্লক আসলো তখন তাদেরকে পরাজিত করার জন্য পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্লক আফগানিস্তানের মাটিকে ব্যবহার করলো। এটা ছিল দুই পরাশক্তির গেইম (খেলা)। সেখানে আমরা মুসলিমরা কেবল ব্যবহৃত হয়েছি। ব্যবহৃত হয়েছে মুসলিমদের ভূ-খন্ড আফগানিস্তান। সেখানে লক্ষ লক্ষ তরুণের বুকের তাজা রক্ত ঝরেছে। সারা বিশ্ব থেকে মুসলিম যুবকেরা তাদের ঈমানী দায়িত্ব মনে করে সেখানে গিয়ে জীবন দিয়েছে। কিন্তু তাতে আল্লাহর কোনো উপকার হয় নি, রাসুলের কোনো উপকার হয় নি। মানবজাতির কোনো উপকার হয় নি। সেখানে মানুষের ঈমান ভুল খাতে প্রবাহিত হয়েছে। সেখান থেকে শুরু হলো জঙ্গিবাদী তান্ডব। আজ একটা একটা করে মুসলমান নামক দেশ সেই জঙ্গিবাদে আক্রান্ত হচ্ছে।

আমাদের এই প্রিয় জন্মভুমি বাংলাদেশ। এখানে আমরা ৯০% মুসলমান। আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি। রাসুলকে বিশ্বাস করি। কিতাব বিশ্বাস করি। আল্লাহর রাসুলের হাতে গড়া জাতি উম্মতে মোহাম্মদীকে ভালোবাসি। আজকে এই যে জঙ্গিবাদী হামলা হলো, এই হামলা, এই আক্রমণ, শুধু আমার দেশের বিরুদ্ধে নয়। এই আক্রমণ আমার প্রিয় ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধেও। আপনারা বলতে পারেন ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ কী করে হলো? আমি পরিষ্কার বলতে চাই, এই পৈশাচিক কর্মকান্ড দেখে ইসলাম সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা, নেগেটিভ আইডিয়া বিশ্বময় প্রচার হচ্ছে। কয়েকদিন আগে বিবিসির একটি সংবাদে বলা হয়েছে, এই হামলাগুলির পর সারা দুনিয়ায় ইসলামের প্রতি বিদ্বেষভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার রাসুলকে আক্রমণ করে কথা বলছে, পবিত্র কোর'আনকে দোষারোপ করছে। যারা আল্লাহকে পছন্দ করে না, মুসলমানদের ভালো চায় না, আল্লাহর রাসুলকে অপমান করতে চায়, তারা একথা চালানোর সুযোগ পেয়েছে- মুসলমানরা সন্ত্রাসী, ইসলাম একটা সন্ত্রাসের ধর্ম। আমরা মো'মেনরা, আমরা মুসলিমরা, আমরা উম্মতে মোহাম্মদী, মাথা উঁচু করে এই কথার প্রতিবাদ করতে পারি না। কেন পারি না? কেন আমাদের এত হীনম্মন্যতা? আমি আজকে জঙ্গিবাদী-সন্ত্রাসীদের পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, তোমরা যা করছ এটা আল্লাহ-রাসুলের ইসলাম নয়। তাদের এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দেখে একথা চিন্তা করার কোনো কারণ নেই যে আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারাবো, আমরা পবিত্র কোর'আনের প্রতি ঈমান হারাবো, আমরা আখেরী নবী হজুরেপাক (সা.) এর প্রতি শ্রদ্ধা হারাবো। কখনো নয়। কারণ আমরা জানি আজকে পৃথিবীতে ইসলামের নামে যা চলছে সেটা আল্লাহর রসুলের ইসলাম নয়।

আমি পরিষ্কার বলতে চাই, আসমান-জমিন, গ্রহ-নক্ষত্র, বৃক্ষরাজি-তরুলতা সমস্ত কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি হক, তিনি সত্য। আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসুল পাঠিয়েছেন, মানবজাতিকে হেদায়াহ প্রদর্শনের জন্য, সত্য মিথ্যা যাচাই করার জন্য। সেই নবী-রাসুলরা হক, সত্য। আখেরী নবী বিশ্ব নবী হজুরেপাক (সা.) হক, সত্য। আল্লাহর রাসুলকে আল্লাহ যে কিতাব দিলেন, সেই কিতাবের শুরুতেই আল্লাহ বললেন-"লা-রাইবাফিহে হুদাল্লিল মুত্তাকিন- এই কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকিদের জন্য এটা হেদায়াহ।" এই কিতাব হক, সত্য। আল্লাহর রাসুল অক্লান্ত পরিশ্রম করে, কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে যেই জাতি গঠন করলেন সেই জাতির নাম উম্মতে মোহাম্মদী। যাদের নামের শেষে আমরা বলি-' রাদিআল্লাহু আনহু ওয়ারাদু আনহু।' সেই জাতি ছিল হক, সত্য।

তাহলে আজকে দুনিয়াময় ধর্মের নামে যা চলছে, এটা কি সত্য?

কখনো নয়। শাস্ত্রে একটি কথা আছে, "বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয়।" চৌদ্দশ বছর আগে একটা বৃক্ষের ফল হয়েছিল মিষ্টি আর আজকে একটা বৃক্ষের ফল হয়েছে তিতা। আজকে ইসলামের নামে যা চলছে তা দেখে মানুষ ইসলামকে ঘৃণা করছে। এই দুইটা কি তাহলে এক হলো? যারা

ইসলামের নামে-ধর্মের নামে স্বার্থ উদ্ধার করছে, অর্থ রোজগার করছে, ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতি করছে, মানুষের ঈমানকে ব্যবহার করে তাদের বিপথগামী করছে, জঙ্গিবাদী কর্মকান্ড করে ইসলামের নামে চালিয়ে দিচ্ছে, আমি পরিষ্কার বলতে চাই- এটা আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম নয় ।

এই কথা বলার জন্য হেযবুত তওহীদের আগমন । আমরা বলেছিলাম আমার রসুলে পাক (সা.) যেই ইসলাম দিয়ে গেছেন আর তোমরা ইসলামের নামে যা করছো তা এক নয় । আল্লাহ রসুলের (সা.) প্রকৃত ইসলামের উদ্দেশ্য কী ছিল সেটা বোঝানোর জন্য একটা ঘটনা বলি । একদিন আল্লাহর রসুল (সা.) মক্কায় পবিত্র কাবা ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন । এটা নব্যুয়াতের প্রথম দিকের ঘটনা । হযরত খাব্বাব (রা.) এর উপর কাফেররা যে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছিল তা আপনারা অনেকেই জানেন । অত্যাচারে-অত্যাচারে জর্জরিত হযরত খাব্বাব (রা.) সেদিন আল্লাহর রসুলকে (সা.) বলছেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সা.), এই অত্যাচার আর সহ্য হয় না, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন- এই কাফেররা যেন ধংস হয়ে যায় । তখন আল্লাহর রসুল (সা.) কাবার দেয়াল থেকে হেলান ছেড়ে সোজা হয়ে বসলেন । তিনি বললেন, তুমি কী বললে? আমি দোয়া করব কাফেররা ধংস হয়ে যাওয়ার জন্য? না, কখনো নয় । অপেক্ষা কর । একদিন আসবে, দেখবে একা একটা মেয়ে মানুষ গায়ে স্বর্ণালংঙ্কার পরিহিত অবস্থায় রাতের অন্ধকারে সানা থেকে হাদ্রামাউদ পর্যন্ত হেঁটে যাবে, সাড়ে তিনশো মাইল । আল্লাহ এবং বন্য জন্তুর ভয় ছাড়া তার হৃদয়ে আর কোনো ভয় থাকবে না । ইতিহাস সাক্ষী তাঁর এই কথা শুধু মুখের কথা ছিল না । বাস্তবেই আল্লাহর রসুল এমন শান্তি, এমন নিরাপত্তা, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেলেন । তৎকালীন পৃথিবীর সবচাইতে বিশৃঙ্খল, ঐক্যহীন, আইয়্যামে জাহেলিয়াতের অন্ধকার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত সেই আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করলেন । শত্রুকে ভাই বানিয়ে দিলেন । একা একটা মেয়ে মানুষ রাতের অন্ধকারে শত শত মাইল অতিক্রম করত, তার মনে কোনো ভয় থাকত না । উটের পিঠে খাবার বোঝাই করে নিয়ে মানুষ ঘুরতো, তা নেওয়ার মতো কোনো মানুষ পাওয়া যেত না । আদালতে মাসের পর মাস অপরাধ সংক্রান্ত কোনো মামলা আসত না । জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে আমরা ছিলাম শিক্ষকের জাতি ।

আজ আমরা একশ' পঞ্চাশ কোটিরও বেশি । আমাদের লক্ষ লক্ষ আলেম, লক্ষ লক্ষ মসজিদ-মাদ্রাসা, মুফাস্‌সির- মোহাদ্দিস । প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক আমরা একত্রিত হই পবিত্র মক্কায় । লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হই তুরাগ নদীর পাড়ে । আজ যখন আমার জাতি আক্রান্ত হয়, আমরা ভয়ে-আতঙ্কে যেন কাঁপতে থাকি । সেই ইসলাম একটা মেয়ে মানুষের এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল । রাতের অন্ধকারে হেঁটে যেত । কোন ভয় থাকত না । আর আজ আমরা কোন্ ইসলাম পালন করছি যেখানে রাতের বেলা মানুষ হোটেলে খেতে যেতে পারে না । এটা কি আল্লাহর রসুলের ইসলাম?

আরেকটা ঘটনা বলি, একদিন মদিনায় একটা প্রচই আওয়াজ হলো। কিসের আওয়াজ? জনগণ ভয় পেয়ে গেলেন। আমার প্রিয় রসুল রাহমাতাল্লিল আলামিন হুজুরে পাক (সা.) বললেন, 'তোমরা ভয় পেও না। কিসের আওয়াজ আমি একটু দেখি।' তিনি একা ঘোড়া নিয়ে বের হলেন। সমস্ত মদিনা চক্কর দিয়ে আসলেন। বললেন, 'কোথায়? কিছুইতো হয়নি। তোমরা নির্ভয়ে থাক, নিশ্চিন্তে থাক।' মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে যিনি আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে একা সমস্ত মদিনা ঘুরে সেই প্রচন্ড আওয়াজের উৎস খুঁজতে বের হলেন, আজকে তার নাম নিয়ে, তাঁর অনুসারী দাবি করে দুনিয়াময় তান্ডব চালানো হচ্ছে। এটা কি আল্লাহর রসুলের ইসলাম? না, হতে পারে না। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, এখন আমাদেরকে এসব বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে। কিছুদিন আগে দেখলাম তুরস্কে হামলা হলো। পাকিস্তানে হামলা হচ্ছে, সিরিয়ায় হামলা হচ্ছে, স্কুলে হামলা হচ্ছে, হাসপাতালে হামলা হচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশেও হলি আর্টিজানে হামলা করা হলো, শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানের পাশে হামলা হলো। সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হলো। আমার কথা হচ্ছে, এই সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দেয়াই ছিল আল্লাহর রসুলের জীবনে শিক্ষা, সেখানে সাধারণ মানুষকে হত্যা করে আল্লাহর জান্নাত পাওয়া যায় না। এই কথাটা আজকে আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে।

আমাদের সরকার, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, তারা চেষ্টা করছেন। গোয়েন্দা তথ্যও সরবরাহ করছেন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছেন, নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছেন, জনগণকে শান্তি দেয়ার জন্য। কিন্তু আমি বলতে চাই, আজকে আমাদের জনগণকেও ভাবতে হবে। এই সঙ্কট শুধু একা সরকারের সঙ্কট নয়। এই সঙ্কট শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীই মোকাবেলা করবে এই আশা করাটাও ঠিক নয়। কারণ আপনারা জানেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এটা একটা বৈশ্বিক সঙ্কট। সমস্ত বিশ্বময় এই সঙ্কট সৃষ্টি করা হচ্ছে। একটা বিরাট টার্গেট তাদের রয়েছে। কাজেই এই বৈশ্বিক সঙ্কট মোকাবেলা করতে হলে আমাদের জনগণকেও বুঝতে হবে এই সঙ্কটের গোড়া কোথায় এবং এতে জনগণের কী দায়িত্ব রয়েছে? জনগণ যদি আত্মকেন্দ্রিক হয়, জনগণ যদি সংকটকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা না করে তবে এ ধরনের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। এর প্রমাণ হচ্ছে সিরিয়া।

আমি বলতে চাই, আজকে আমাদের সাধারণ মানুষকে কয়েকটি মৌলিক বিষয় জানতে হবে। কারণ যারা জঙ্গিবাদী কর্মকান্ড করছে তারা ইসলামের নামে এগুলো চালিয়ে দিচ্ছে। এতদিন বলা হতো মাদ্রাসা থেকে জঙ্গি হচ্ছে। এখন এই ব্যাখ্যা আর টিকছে না। এখন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জঙ্গি হচ্ছে। এতদিন বলা হতো গরীব ঘরের সন্তানরা অর্থের লোভে জঙ্গি হচ্ছে। এখন আর এই ব্যাখ্যাও টিকছে না। এখন দেখা যাচ্ছে ধনীর দুলালরা যাদের কোন অর্থ-সম্পদের অভাব নেই তাদের মধ্য থেকে জঙ্গি বের হচ্ছে। এর কারণ কী? আসল কারণ হচ্ছে মানুষের ঈমান, মানুষের ধর্মবিশ্বাস। এজন্য সমস্ত আলেমরা একমত ছিলেন, আকিদা যদি ভুল হয় তাহলে ঈমানের কোন মূল্য নেই। কেননা আকিদা ভুল হলে ঈমানও ভুল খাতে প্রবাহিত করার সুযোগ থাকে। আকিদা মহামূল্যবান

জিনিস। আমাদের ধর্মপ্রাণ মানুষদেরকে, মো'মেনদেরকে, যারা আল্লাহর রসুলকে ভালবাসেন, যারা জান্নাতে যেতে চান, পরকালে মুক্তি চান, আমি বলবো তাদেরকে তিনটি বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

১) ইসলামের প্রকৃত আকিদা (ঈড়সঢ়ৎবযবহংরাব পড়হপবঢ়ঃ), সম্যক ধারণা, সামগ্রিক ধারণা।

২) ঈমান।

৩) আমল।

আমরা নামাজ পড়ছি, মসজিদ নির্মাণ করছি। আমরা হজ্জ করছি, যাকাত দিচ্ছি। এগুলি সব আমল। আমলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে ঈমান। সেই ঈমান কী? 'লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ'-আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারও হুকুম মানব না। এর অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে, যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি ঐক্যবদ্ধ হবো। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে যারা ঐক্যবদ্ধ হবেন তারা হবেন মো'মেন। এই মো'মেনের নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত আল্লাহর কাছে কবুল হবে। ঈমানেরও আগে রয়েছে আকিদা। সেই আকিদা কী? সেই আকিদা হলো সামগ্রিক ধারণা। ইসলাম কী, কেন? আল্লাহর রসুল কেন এসেছেন? কেতাব নাযিলের কারণ কী? রসুলপাক (সা.) একটা জাতি তৈরি করলেন কেন? এটা সামগ্রিকভাবে, পরিস্কারভাবে জানার নাম হচ্ছে আকিদা। সেই আকিদায় ভুল থাকার কারণে আজকে ঈমানদার মানুষের ঈমানকে হাইজ্যাক করে নিয়ে ভুল খাতে প্রবাহিত করে জাতিবিনাশী কর্মকান্ড ঘটানো হচ্ছে। এই জন্য সর্বপ্রথম ধর্মপ্রাণ মানুষের ঈমানকে সঠিকখাতে প্রবাহিত করার জন্য, জাতির কল্যাণে ব্যবহার করার জন্য তাদেরকে ইসলামের প্রকৃত আকিদা শিক্ষা দিতে হবে।

এই মহাসত্য আমারও জানা ছিল না। আমিও পথহারা ছিলাম, আমিও গোমরাহ ছিলাম। এমামুয্যামান, টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারের সন্তান জনাব মোহাম্মাদ বায়াজীদ খান পন্নী এই মহাসত্য আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন। আজ আমাদের হৃদয় উম্মুক্ত। আজ আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত। আজ আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি কোন্টা ন্যায়, কোন্টা অন্যায়, কোন্টা ধর্ম, কোন্টা অধর্ম, কোন্টা বৈধ, কোন্টা অবৈধ। আজ ইনশাল্লাহ আমাদের ঈমানকে কোনো শক্তি হাইজ্যাক করে নিয়ে মানবতার ক্ষতি হয় এমন কর্মকান্ডে লিপ্ত করাতে পারবে না। আলহামদুলিল্লাহ এখন এই মহাসত্য অনেকে বুঝতে পারছেন। জনগণকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, 'এখন জনগণকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে।' যদি প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে এই জঙ্গিরা আমাদের সমাজে আর জায়গা পাবে না। আর সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিও আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে পারবে না।

আমি বলবো পরাশক্তির কোন ধর্ম নেই। তারা মুসলমান না, ইহুদি না, খ্রিষ্টান না, তারা হিন্দু না, বৌদ্ধ না, তাদের কোনো ধর্ম নাই। আল্লাহ, এলি, গড, ঈশ্বর তারা কিছুতেই বিশ্বাস করে না। তারা

চায় শুধু অর্থ আর অর্থ। তারা দুনিয়াতে নতুন নতুন যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করতে চায়। নতুন নতুন বোমা বানানো হচ্ছে। মরবে মানুষ, মারবে মানুষ, তারা অস্ত্র বিক্রি করবে। তাদের ইকোনমি ওয়ার ইকোনমি (যুদ্ধভিত্তিক অর্থনীতি)। নতুন নতুন যুদ্ধক্ষেত্র লাগবে। তা না হলে তাদের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে না। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা কৃষক, শ্রমিক, জনতা। অতি কষ্ট করে, সংগ্রাম করে ১৯৭১ সালে আমাদের এ দেশের বীর জনতা এই ভূখন্ড স্বাধীন করে দিয়ে গিয়েছিলেন। আজ যদি আমাদের পায়ের নিচে মাটি না থাকে, আমাদের দাঁড়ানোর কোনো জায়গা থাকবে না। এই মহাসত্য আজ, এই ১৬ কোটি বাঙালিকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। দয়া করে স্বার্থপরের মতো ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবেন না। আমি বলছি আপনারা খবর নিয়ে দেখুন, সমস্ত বিশ্ব আজ টালমাটাল। সমস্ত বিশ্বে আজ যুদ্ধের দামামা বাজছে। তারা নতুন নতুন ক্ষেত্র চায়। এই মাটিতে আমি সেজদাহ করি। এই মাটিতে আমার পূর্ব পুরুষের রক্ত মিশে আছে, অস্থি মজ্জা মিশে আছে। এই মাটির বুক চিরে জন্ম নেওয়া ফসল খেয়ে আমি বেঁচে থেকেছি, আমার দেহ পুষ্ট হয়েছে। এই মাটিকে রক্ষা করা এখন আমার ঈমানী দায়িত্ব। আমার নাগরিক কর্তব্য।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! হেযবুত তওহীদ আন্দোলন শুধু এই কথাটিই মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এমামুয্যামানেরর অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে মাঠে-ময়দানে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। এই মহাসত্য বলার কারণে আমরা আক্রান্ত হয়েছি। আমার বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। চার বার হামলা চালানো হয়েছে। আমার চারজন ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। আমার বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার ভাই-বোনদেরকে আহত করা হয়েছে। বাড়ি-ঘরে লুটপাট চালানো হয়েছে। আমি বলেছি তোমরা আমার যত ক্ষতি কর, আমি বেঁচে থাকতে বাংলাদেশকে সিরিয়া-ইরাক-আফগানিস্তানের মতো হতে দেবো না ইনশাল্লাহ। আমরা জানি, তোমরা কাদের ক্রীড়নক। আমরা জানি, তোমাদেরকে কারা ব্যবহার করছে। আমরা জানি, তোমরা যেটা প্রতিষ্ঠা করতে চাও, এটা ইসলাম নয়।

ঐ জঙ্গিবাদীদেরকে, ঐ ধর্মব্যবসায়ীদেরকে, ধর্মের নামে যারা অপরাজনীতি করছে তাদেরকে, আমি পরিষ্কার বলতে চাই, তোমরা দুনিয়ার মানুষকে হত্যা করেও যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে ওটা আল্লাহ-রসুলের ইসলাম নয়। তোমরা মানবজাতিকে শান্তি দিতে পারবে না। কারণ তোমাদের পথ ভুল। ঐ পথে গিয়ে তুমি আল্লাহকেও হারাবে, রাসুলকেও হারাবে। মানবতার বিনাশ করে দিয়ে আল্লাহকে পাওয়া যায় না। মানুষকে রক্ষা করার মধ্য দিয়েই আল্লাহকে পাওয়া যায়। সমস্ত নবী-রাসুলগণ এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমার রাসুলকে তায়েফের ময়দানে পাথরের আঘাতে আঘাতে যখন জর্জরিত করা হলো, মালায়েক এসে বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনি অনুমতি দিন, দুই পাহাড়ের মাঝখানে রেখে এই অবাধ্য কওমকে বিনাশ করে দেই। আল্লাহর রসুল বলেছেন, না। তাদেরকে বিনাশ করে দিলে তাদের উত্তর পুরুষ হেদায়াহ পাবে কী করে? আমি রহমতের নবী। এই জন্য আল্লাহ আমার

প্রিয় নবীর (সা.) টাইটেল দিয়েছেন রাহমাতাল্লিল আলামিন, সমস্ত বিশ্ব জাহানের জন্য রহমতস্বরূপ, বরকতস্বরূপ ।

পৃথিবীর ঐ প্রান্তে কোনো মানুষ যদি অত্যাচারিত হয়, লাঞ্চিত হয়, নিপীড়িত হয়, প্রত্যেক উম্মতে মোহাম্মদীর কর্তব্য হচ্ছে সেই নিপীড়িত মানুষকে রক্ষা করা । সেই মানুষ হিন্দু, নাকি বৌদ্ধ, নাকি খ্রিষ্টান, নাকি নাস্তিক তা উম্মতে মোহাম্মাদী দেখবে না । উম্মতে মোহাম্মদী দেখবে, ঐ লোকটা মানুষ কিনা । তাকে রক্ষা করা আমার ইবাদত । তাকে রক্ষা করা আমার উপরে আমার রসুলের রেখে যাওয়া দায়িত্ব । সমস্ত মানবজাতি যখন শান্তি, ন্যায় এবং সুবিচারের মধ্যে থাকবে তবেই তো আমার রাসুল হবেন রহমতাল্লিল আলামিন ।

অথচ জঙ্গিবাদীরা তোমরা সারা পৃথিবীতে আজ গজব স্বরূপ নাজিল হয়েছ । তোমরা আফগানিস্তানে গিয়েছ, আফগানিস্থান ধ্বংস হয়ে গেছে । ইরাক ধ্বংস হয়ে গেছে, সিরিয়া ধ্বংস হয়ে গেছে, লিবিয়া ধ্বংস হয়ে গেছে । এখন আমার প্রিয় জন্মভূমির এক টুকরা মাটিকে তোমরা টার্গেট করেছ । আমি বলতে চাই, এখানে হেযবুত তওহীদ রয়েছে । আল্লাহর মনোনীত কোনো মো'মেনকে কোনো শয়তানি শক্তি পরাজিত করতে পারে না । এটা আপনারা জেনে রাখুন । আমি আজকের এই জনসভা থেকে আমাদের সরকারকে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে হেযবুত তওহীদের পক্ষ থেকে কয়েকটি প্রস্তাব করব । কারণ জঙ্গিবাদ নির্মূলে এগিয়ে আসার জন্য সরকার আহ্বান করছেন । আমরা তার আগেও কাজ করেছি । আমি আগেও বলেছি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন । সেটা শক্তি প্রয়োগ করে । হ্যাঁ, শক্তিও লাগবে । কারণ আমি ব্যক্তি, আমরা একটা সংগঠন । ব্যক্তি একটা অনুরোধ করতে পারে, উপদেশ দিতে পারে । কিন্তু অন্যায় নির্মূলের জন্য শক্তিও লাগবে । শক্তি ছাড়া হবে না । কিন্তু মানুষ শুধু দেহধারী প্রাণী নয়, মানুষের আত্মাও রয়েছে । সুতরাং শক্তির সঙ্গে একটা সঠিক আদর্শও লাগবে । সেই আদর্শ জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে । সেই আদর্শ নিয়ে এগিয়ে এসেছে হেযবুত তওহীদ । এই প্রস্তাবগুলোকে বিবেচনা করার জন্য আমরা সরকারকে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান করছি । যদি মনে করেন, হেযবুত তওহীদের এই প্রস্তাবনা জাতির কল্যাণে কাজে আসবে, তাহলে আমি অনুরোধ করবো, অতি সত্ত্বর সমস্ত জাতিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে ।

আমাদের এক নম্বর প্রস্তাবনা হচ্ছে, সমস্ত জাতিকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে । সেই শিক্ষা কোথায় আছে সেটা সংগ্রহ করে মানুষকে দিতে হবে । যেই শিক্ষা পেলে সাধারণ মানুষ ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝবে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝবে, সওয়াব কোনটা, গুনাহ কোনটা ইত্যাদি বুঝবে । তাদের দৃষ্টি খুলে যাবে । তাদেরকে আর কেউ ভুল পথে নিতে পারবে না ।

দুই নাম্বার: শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে । এই কথা আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেকেই বলছেন । আমি একটু আগেই বলেছি এতোদিন বলা হতো মাদ্রাসা থেকে জঙ্গি হয় । আমি অস্বীকার করি না । মাদ্রাসা থেকেও জঙ্গি হয়েছে । এখন দেখা যাচ্ছে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও জঙ্গি হচ্ছে ।

এখন অনেকে বলছেন টকশোতে, পত্র-পত্রিকায় শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবতে হবে। এই জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আমার দু'টি কথা আছে।

আপনারা জানেন আজ থেকে প্রায় আড়াইশ বছর আগে বৃটিশরা আমাদেরকে দখল করেছিল। শুধু আমাদেরকে নয় ইন্দোনেশিয়া থেকে আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত। 'হাফ অফ দা ওয়ার্ল্ড- অর্ধ পৃথিবী', সমস্ত মুসলিম বেল্ট তখন ইউরোপীয়ানরা দখল করেছিল। আমাদের পাপের ফল ছিল ওটা, আমরা তাদের গোলাম হয়ে ছিলাম। আমাদের গোলাম হওয়ার কথা ছিল না। আমার রসুল কোনো গোলাম জাতির নেতা ছিলেন না। কিন্তু আমরা গোলাম হয়ে গিয়েছিলাম। এই ইতিহাস আপনারা জানেন। তখন ঐ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা ষড়যন্ত্র করলো এই জাতি যেন কোনোদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। এজন্য তারা একটি ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করল। একদিকে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা। এই যে শিক্ষাব্যবস্থাকে দুইটা ভাগ করে দিল, এখানেই আমাদের জাতিটাকে দুইটা টুকরা করে দিল। আমরা এখন আদর্শিকভাবে দুই ভাগ। আমাদের লক্ষ লক্ষ আলেম মাদ্রাসা থেকে কোর'আন, হাদিসের মাসলা-মাসায়েলের জ্ঞান নিয়ে বেরিয়ে আসছেন। সেখানে আল্লাহ-রসুলের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাসলা-মাসায়েল নিয়ে যেন আমাদের আলেমরা তর্কবাহাসে লিপ্ত হন, কোনোদিন যেন ঐক্যবদ্ধ হতে না পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। এজন্য আজ আমার জাতি যখন গভীর সঙ্কটে পড়ে তখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে আলেমদের পক্ষ থেকে দুর্বার কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাই না। অর্থাৎ জাতির ঐক্য গঠনের গুরুত্ব শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয়ত মানবতার কল্যাণে নিজের জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করার শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। বরং ইসলামকে কাজে লাগিয়ে একেকজন একেকভাবে অর্থ রোজগার করছেন। এটা হচ্ছে ঐ শিক্ষাব্যবস্থার ফল। সেখানে আর একটি কথা হচ্ছে, মানবজীবনের বাস্তব সমস্যার কোনো বাস্তব সমাধান সেখানে নির্দেশ করা হয় নাই। ফলে তাদের মধ্যে একটা আত্মিক শুন্যতা দেখা দিয়েছে। ঐ সুযোগে গত একশো বছরে ইসলামের নামে বিভিন্ন দার্শনিকের জন্ম হয়েছে। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তৈরি করেছেন। তাদের কর্মীরা গিয়ে সেই মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে প্রভাবিত করছে।

অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত লোক বের হচ্ছেন। মোটা মোটা ভলিউম ভলিউম বই পড়ে। সেখানে কিন্তু ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। আল্লাহ-রসুলের শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ব্রিটিশ রাজা-রানির ইতিহাস। অন্যদিকে ইসলাম সম্পর্কে, ধর্ম সম্পর্কে একটা নেতিবাচক আইডিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। স্বার্থপরতা-আত্মকেন্দ্রিকতা শেখানো হয়েছে। শিক্ষা হয়ে গেছে এখন অর্থ রোজগারের একটা মাধ্যম। কথা ছিল, যারা শিক্ষিত হয়ে বের হবেন তারা হবেন আলোকিত মানুষ। সমাজকে আলোকিত করবেন। আমি প্রশ্ন করতে চাই, আমার দেশের কৃষক-শ্রমিক জনতার রক্ত শোষণ করে নিয়ে বিদেশের ব্যাংকে সাড়ে চার লক্ষ টাকা পাঁচার করেছে কারা? এই শিক্ষিত লোক। কৃষক, শ্রমিক জনতা নয়। কেন? কারণ, শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ায় গলদ রয়েছে। একজন শিক্ষিত লোক হবেন দেশপ্রেমিক, একজন শিক্ষিত

লোক হবেন মানবতাবাদী। একজন মূর্খ লোক আর শিক্ষিত লোকের মধ্যে তফাৎ হবে এই জায়গায় এসে। একজন শিক্ষিত লোক হবেন মো'মেন। আল্লাহর সৃষ্টিকে তিনি যেমন বিবেচনা করবেন, আল্লাহকে তিনি যেমন বিবেচনা করবেন, তিনি মানুষকেও তেমন বিবেচনা করবেন। আর আজ কোন্ শিক্ষিত লোক আমরা তৈরি করছি? বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলেইতো পরিচয়। এই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আজ ভাবতে হবে।

মাদ্রাসার মধ্যে আবার দুইভাগ। একটা কাওমী মাদ্রাসা আর একটা হচ্ছে সরকারি আলীয়া মাদ্রাসা। আবার বিশ্ববিদ্যালয় দুইভাগ। একটা হচ্ছে সরকারি আর একটা হচ্ছে বেসরকারি। পাবলিক ইউনিভার্সিটি এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। ওখানেও আবার দুইভাগ। বাংলা মিডিয়াম আর ইংলিশ মিডিয়াম। এই যে ভাগ হলো, এই ভাগ জাতিবিনাশী ভাগ। কেউ একটা কাগজ-কলম কেনার টাকা পায় না। রাস্তার মধ্যে বিদ্যুতের আলো দিয়ে পড়তে হয়। আর কেউ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে প্রকৃতপক্ষে সার্টিফিকেট কেনে। এই বৈষম্যমূলক শিক্ষা, ধর্মহীন শিক্ষা, আত্মাহীন, ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থাকে এখন ঢেলে সাজাতে হবে। এটা হলো আমার দুই নাম্বার প্রস্তাবনা। আমরা প্রস্তাবনা দিয়ে যাব, বিবেচনা করার অধিকার আপনাদের। আমি শুধু বলব, এই সঙ্কট বৈশ্বিক সঙ্কট। এই সঙ্কটে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দেশের পর দেশ। এখন থেকে সঙ্কটকে হেলাফেলা করলে চলবে না। খালি একজন প্রধানমন্ত্রী অস্থির হবেন আর আমরা সবাই নাকে তেল দিয়ে ঘুমাব তাহলে দেশ থাকবে না।

আমার তিন নাম্বার প্রস্তাবনা: আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি। রাষ্ট্রক্ষমতায় যেই আসুন না কেন এ নিয়ে আমাদের কোনো কথা নেই। কারণ আমরা কোনো রাজনীতি করি না। আমাদের মহামান্য এমামুয্যামানের কঠোর নির্দেশ, "তোমরা কোনো স্বার্থবাদী রাজনীতিতে জড়াবে না। তোমরা কোনো অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যাবে না। ধর্মের নামে কোনো বিনিময় নিবে না। তোমরা মানবতার কল্যাণে জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করবে।" আমরা আমাদের এমামুয্যামানের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কাজেই আমরা কোনো রাজনীতি করি না। তিন নাম্বার প্রস্তাবনা, যিনিই রাষ্ট্রক্ষমতায় আসুন, যিনিই সরকার গঠন করুন, সর্বাবস্থায় ন্যায়ের দন্ড ধারণ করতে হবে। সারা বিশ্বে আজকে একটা কথা চালু করা হয়েছে, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। ঠিক আছে, এখানে আমার কোনো আপত্তি নাই। যার যার ধর্ম তিনি প্র্যাকটিস করবেন। যার যার এবাদত-পূজা-প্রার্থনা তিনি করবেন। আমি শুধু বলব, রাষ্ট্রেরও একটা ধর্ম আছে, রাষ্ট্র ধর্মহীন হতে পারে না। রাষ্ট্রের ধর্ম কী? সেটা হচ্ছে, রাষ্ট্র সর্বাবস্থায় ন্যায়ের দন্ড ধারণ করবে। উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, নিজের দলের লোক-অন্যদলের লোক, পরিবারের লোক-দূরের লোক, সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু ইত্যাদি রাষ্ট্র কখনো দেখবে না। রাষ্ট্র থাকবে সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে। তাহলে এটা হবে শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র। আর ঐ রাষ্ট্রের নামই হলো ইসলামী রাষ্ট্র, কেননা ইসলাম অর্থই শান্তি। যুগে যুগে এমন শান্তিপূর্ণ সমাজ নির্মাণের জন্যই নবী-রাসুল-অবতারগণ পৃথিবীতে এসেছেন। মানুষের ইতিহাসে যখনই কোনো রাষ্ট্র, কোনো রাজা বা মহারাজা এই ন্যায়ের দন্ড প্রত্যাখ্যান করেছেন তখনই সেই

ব্যবস্থা বিনাশ হয়ে গেছে। এজন্যই আমাদের প্রস্তাবনা হচ্ছে রাষ্ট্রকে ন্যায়ের দন্ড ধারণ করতে হবে। জঙ্গিবাদ একটা অন্যায়। এই অন্যায়কে যে দূর করবেন তাকে আগে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। কোনো অন্যায় ইসলামের নামে করলে সেটা জঙ্গিবাদ হয়, আর গণতন্ত্রের নামে পেট্রোল দিয়ে মানুষকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিবেন, কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস করে দিবেন, আমার দেশকে বিনাশ করে দিবেন, দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবেন, ওটা অন্যায় নয়? কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাঁচার করবেন, ওটা অন্যায় নয়? এজন্য যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে শক্ত অবস্থান নিতে হবে। তাহলেই কেবল যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নৈতিক শক্তি পাবেন, হিম্মত পাবেন, সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পাবেন।

আমাদের পরবর্তী প্রস্তাবনা আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ভাইদের প্রতি। আমার এই কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। আজকে যারা জঙ্গিবাদী তান্ডব চালাচ্ছে, তারা ইসলামের নামে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য করছে। আমাদের আইজি মহোদয়কে বেশ কয়েক বার বলতে শুনেছি, জঙ্গিদের কাছ থেকে কিসের তথ্য আদায় করবো? তারা বলে আমাদেরকে মেরে ফেলুন, আমরা জান্নাতে চলে যাব। তাহলে বুঝতেই পারছেন গোড়া কোথায়? সমস্যা কোথায়? তারা জান্নাতে যেতে চায়। তারা মনে করেছে এটা তাদের মুক্তির পথ। তারা মনে করেছে এটা তাদের জান্নাতের পথ। আপনি গুলি চালাবেন? সে গুলি খাওয়ার জন্য বুক পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। ভুল খাতে প্রবাহিত করা হয়েছে তার ঈমানকে। এখন এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে মোকাবেলা করতে হলে আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকেও ঈমান দ্বারা, ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে হবে। মানুষের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা জীবন দিচ্ছেন। শোলাকিয়ায় ঈদগাহ ময়দানে আমরা সাড়ে তিন লক্ষ মুসল্লি নামাজ পড়ে বগলের নিচে মুসাল্লা (জায়নামাজ) নিয়ে সেমাই খেতে বাড়ি চলে গেলাম। জীবন দিল কে? আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। কাজেই এটা আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভাইদেরকে বুঝতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা জীবন দেয়, মানবতার কল্যাণে যারা জীবন দেয়, মানুষের মুক্তির জন্য যারা জীবন দেয় তারাই হচ্ছে শহীদ। আল্লাহ বললেন, "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। তারা জীবিত, তারা আমার পক্ষ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত।" আল্লাহর রাস্তা, ফি-সাবিলিল্লাহ, এই আল্লাহর রাস্তা মানে কি তা বুঝতে হবে। আল্লাহর রাস্তা হচ্ছে সেই রাস্তা, সেই পথ যেই পথে মানুষ শান্তি পায়, যেই পথে মানুষ মুক্তি পায়, সেইপথ। আল্লাহর রাস্তায় দান করা মানে কি? আল্লাহর রাস্তায় দান করা হলো মানুষকে দান করা, মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা। আল্লাহর সত্যকে প্রতিষ্ঠায় দান করা। সেটাই হচ্ছে আল্লাহর রাস্তা। কাজেই আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে, হোক। গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে, হোক। নতুন নতুন প্রযুক্তি আনা হচ্ছে, হোক। এগুলি লাগবে, দরকার আছে। কিন্তু তারচেয়ে বড় প্রয়োজন যেটা, তাদেরকে নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে। তাদেরকে এই বিশ্বাস হৃদয়ে রাখতে হবে যে, তারা মানুষের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে জীবন দিচ্ছেন, এটা কেবল

তার পেশা নয়, এটা তার ঈমানের দাবি। মানুষের মুক্তির জন্য তারা শহীদ হবেন। কাজেই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে ঈমানী শক্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের কাছে প্রমাণ করে দিতে হবে, তারা দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য যা করছে সেটা তাদের ঈমানের দাবি, এটা ধর্মের কাজ, ইসলামের কাজ, শুধু পেশাগত দায়িত্ব নয়। তবেই তারা হিম্মতের সাথে, জীবন বাজি রেখে সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করতে পারবেন।

আমার পরবর্তী প্রস্তাবনা আমাদের মিডিয়ার ভাইদের প্রতি। আমি বলতে চাই, আপনারা হলেন জাতির দর্পণ। আপনারা এখন এই বৈশ্বিক সঙ্কটগুলিকে অনুধাবন করুন। আমরা হেযবুত তওহীদ আন্দোলন, আমাদের বিরুদ্ধে গত একুশ বছরে বহু অপপ্রচার চালানো হয়েছে। অনেকে না বুঝে করেছেন আর অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে করেছেন। কিন্তু এখন আশা করি অনেকেই বুঝতে পারছেন, আমরা মানবতার পক্ষে, আমরা প্রকৃত ইসলামের পক্ষে, আমরা আমার দেশ রক্ষার পক্ষে। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে মোটিভেট করতে হলে ইসলামের যে প্রকৃত শিক্ষা সেটা আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরুন। মিডিয়ায় বহু গুরুত্বহীন খবরকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয়। পরিকল্পিতভাবে প্রচার করা হয়। আমি বলবো, জাতির সঙ্কট সবসময় সমান থাকে না। কখনো কখনো বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি রাষ্ট্রে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। আমি বলতে চাই, আজকে সারা দুনিয়াতে ঐরকম জরুরি অবস্থা চলছে। অথবা তার থেকেও ভয়ঙ্কর অবস্থা চলছে। কাজেই মিডিয়ার এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আমাদের সংবাদগুলি আপনারা তুলে ধরুন। আমরা সারা বাংলাদেশে হাজার হাজার জনসভা, পথসভা করে যাচ্ছি। আমরা কোর'আন থেকে হাদিস থেকে তুলে ধরছি, এই জঙ্গিবাদ ভুল, এটা ইসলাম নয়। এই পথে গেলে মানুষ বিনাশ হবে। ইসলামের বদনাম হবে। আমি বিশ্বাস করি, এই সত্যটা যদি মানুষ বুঝতে পারে তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের দেশ বাঁচবে। কাজেই আমার প্রস্তাবনা: আমাদের মিডিয়ার ভাইয়েরা যেন জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সঠিক আদর্শকে মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করেন।

এখন আমার পরবর্তী প্রস্তাবনার কথা বলব। বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবী বলছেন, বিভিন্ন চেতনা দ্বারা সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমার কথা হলো, একাত্তরের চেতনা আমাদের অনেক বড় চেতনা। প্রতিটা মুহূর্তে আমাদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে সেই চেতনা অনুরণিত হয়। আরও অনেকেই অনেক কথা বলছেন। বাঙ্গালি চেতনা, হ্যাঁ আমরা বাঙালি। সকালে পান্তা খেয়ে গামছা কাঁধে নিয়ে মাঠে যাই, লুঙ্গি পরি, একতারা-দোতারার বাজনায় মোহিত হই, রবীন্দ্র-নজরুল নিয়ে আমাদের সাহিত্য ভান্ডার কাজেই আমরা বাঙালি চেতনা ধারণ করি। আমি সকলের বক্তব্যকেই শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এখানে, একটা মহাসত্য বুঝতে হবে সবাইকে। প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে তার আত্মা রয়েছে। সেই আত্মা তার পরমাত্মার সহিত মিলিত হতে চায়। আল্লাহর রুহ, আল্লাহর সান্নিধ্য চায়। ঐ সান্নিধ্যের আশায়, আল্লাহকে পাওয়ার আশায়, পরকালে জান্নাতের আশায়, মুক্তির আশায় এই মানুষগুলি মাজারে যায়। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে যায়। বিভিন্ন জায়গায় ধরনা দেয়। এইভাবে যেতে যেতে কেউ কেউ জঙ্গিবাদের পথে পা বাড়ায়। তাদেরকে বলা

হয় এই পথে আস। এখানে গেলে তুমি জান্নাত পাবে, তুমি মুক্তি পাবে। কাজেই এই জঙ্গিবাদী চেতনা থেকে তাদের ফেরাতে হলে তাদেরকে আরেকটা সঠিক পথ প্রদর্শন করতে হবে। মুক্তির সঠিক মার্গ তাদেরকে প্রদর্শন করতে হবে। কোন পথে গেলে সে আল্লাহকে পাবে, রসুলকে পাবে, পরকালে মুক্তি পাবে, তার আত্মা প্রশান্ত হবে, সে জান্নাতে যাবে। ঐটা কোথায় আছে? কোন্ চেতনার মধ্যে আছে? সেটা এখন খুঁজে বের করতে হবে।

সেই প্রস্তাবনা আমরা দিচ্ছি। আমরা তাদেরকে বলতে চাই, তোমরা আল্লাহকে পেতে চাও? তোমরা আজকে বিক্ষুব্ধ হচ্ছো। ইরাকে হামলা দেখে, সিরিয়ায় হামলা দেখে, আফগানিস্তানে আক্রমণ দেখে, লক্ষ লক্ষ মোসলমানের উদ্বাস্তু হওয়া দেখে, মানুষ না খেয়ে মরছে দেখে, এই অবর্ণনীয় দুঃখ দেখে, ফিলিস্তিনের মুসলমানের দুর্দশা দেখে তুমি আজকে বিক্ষুব্ধ হচ্ছ? বিক্ষুব্ধ হয়ে তুমি মন্দিরে হামলা করছ? তুমি পুরোহিত মারছ? তুমি ইতালির নাগরিকদেরকে হত্যা করছ? তুমি আমার দেশের মানুষদের মারছ? তুমি বিক্ষুব্ধ হয়ে কার ক্ষতি করছ ভাই? তোমার জন্য আমার করুণা হয়। তুমি বিক্ষুব্ধ হয়ে এই মোসলমান দেশই ধ্বংস করলে, মোসলমানদেরই বিনাশ করলে। মোসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য শেষ করে দিলে। ইসলাম ধর্মটাকে দুনিয়াময় কালিমালিপ্ত করলে। তুমি তো ইসলামেরই ক্ষতি করলে। তুমি মুক্তি চাও? তুমি আল্লাহকে পেতে চাও? তাহলে এসো এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তির পথ এসে গেছে। সেটা কী? সেটা হল মানবতার কল্যাণে তুমি আগে ঐক্যবদ্ধ হও। তুমি কি দেখনি তোমার রাসুল রহমতাল্লিল আলামিন পাথরে পাথরে জর্জরিত হয়েছেন? রক্তাক্ত হয়েছেন, অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেছেন। তিনি তো পারতেন এইভাবে মানুষের ঘরে হামলা চালাতে। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে আরবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। এসো তুমি তোমার দেশের জন্য, তোমার দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তুমি তোমার জীবন-সম্পদ কাজে লাগাও। তাহলে তুমি আল্লাহকে পাবে, রাসুলকে পাবে, তুমি জান্নাতে যাবে। জঙ্গিবাদী কর্মকান্ডে যারা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে তাদেরকে সঠিক আদর্শ দ্বারা মোটিভেট করতে হবে। এবার এটাকে আপনারা কাউন্সিলিং বলেন আর যাই বলেন তাদেরকে মোডিভেট করতে হবে। তা না হলে এই তান্ডব ফিরানো যাবে না। ধর্মপ্রাণ মানুষ আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, রাসুলকে পাওয়ার জন্য ঐ জাতিবিনাশী কর্মকান্ডে লিপ্ত হবেই।

আমাদের প্রস্তাবনাগুলি বিবেচনা করে দেখার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান করছি। আমাদের প্রস্থাবনার মধ্যে যদি কোনো অসংঙ্গতি থাকে, আমাদেরকে বলুন, আমরা ঠিক করে নেব। আমাদের ভাইবোনদের উপস্থাপনার মধ্যে যদি কোনো অসঙ্গতি দেখতে পান, আপনারা আমাদেরকে বলুন, আমরা সংশোধন হব। কারণ আমরা আল্লাহর সান্নিধ্য চাই। আমরা আল্লাহর কাছে মুক্তি চাই। আমরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে রক্ষা করতে চাই।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! আমি আর একটি কথা বলব। সিরিয়ার জনগণ তাদের দেশ রক্ষা করতে পারে নাই। ইরাকের জনগণ দেশ রক্ষা করতে পারে নাই। আফগানিস্তানের জনগণ তাদের দেশ রক্ষা করতে পারে নাই। ঐ দেশগুলির সঙ্গে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশের বিরাট একটা তফাৎ রয়েছে, একটা পার্থক্য রয়েছে। সেটা হল এই, ওই মানুষগুলি সঠিক পথের দিশা পায় নাই। মুক্তির পথ পায় নাই। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোন রাস্তা খুঁজে পায় নাই। ইনাশা'আল্লাহ, আমাদের এখানে তা হবে না। কারণ আল্লাহর রহমতে, আল্লাহর অসীম করুণায় আমরা মুক্তির পথ পেয়ে গেছি। এই জমিনে এই বাংলার মাটিতে সত্য এসে গেছে, হেদায়াত এসে গেছে। সত্য-মিথ্যার পার্থক্য এসে গেছে। কোন্‌টা ইসলাম কোন্‌টা ইসলাম নয়, কোন্‌টা হক, কোন্‌টা বাতিল, কোন্‌টা সওয়াবের কাজ, কোন্‌টা গুনাহের কাজ, এখন আমাদের সামনে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। কাজেই এখন আমার দেশের সাধারণ মানুষকে সত্য-ন্যায় দ্বারা সঠিক পথের উপরে যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে পারি, ইনশা'আল্লাহ আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি বাংদেশের উপর কেউ একটা আঁচড়ও দিতে পারবে না।

আমি আর একটা কথা বলব, জাতীয় সংকট নিয়ে কোনো রাজনৈতিক খেলা চলে না। আল্লাহকে নিয়ে রাজনীতি চলে না, আল্লাহকে নিয়ে পলিটিক্স চলে না। যারা অতীতে আল্লাহকে নিয়ে পলিটিক্স করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে অপমানিত করে ছেড়েছেন। ধর্মকে নিয়ে পলিটিক্স চলে না। ধর্ম আগে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। বাস্তব জীবনে ধর্মের প্রয়োগ ঘটাতে হবে। তবেই আল্লাহ এই মানুষকে শান্তি দিবেন। এই সঙ্কট অত্যন্ত ভয়ংকর সঙ্কট। এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আর একটি শর্ত আছে। সেটা হল এই, জাতির মধ্যে ঐক্য বিনষ্টকারী কোনো ব্যবস্থা রাখা যাবে না। আমি রাজনৈতিক ব্যবস্থা বুঝি না। আমি শিক্ষাব্যবস্থা বুঝি না। আমি সমাজব্যবস্থা বুঝি না। জাতির ঐক্য নষ্ট করবে এমন কোনো ব্যবস্থা কোথাও রাখা যাবে না। যে রাজনৈতিক সিস্টেম, পলিটিক্যাল সিস্টেম আমার জাতির মধ্যে ঐক্য নষ্ট করে, পারস্পরিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে, শত্রুতার সৃষ্টি করে, যেই শিক্ষাব্যবস্থা আমার জাতির মধ্যে ঐক্য নষ্ট করে, যেই সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা আমার জাতির মানুষের মনের মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি করে, যেই সমাজব্যবস্থা প্রতিবেশির মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করে, ঐরকম সকল ব্যবস্থাকে বন্ধ করতে হবে। কারণ, এখন জাতির সামনে ইস্পাতকঠিন একটা ঐক্যের প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলেছেন, "ছফ্‌ফান কা-আন্নাহুম বুনিয়ানুম মারসুস।" সিসা গলানো প্রাচীর। সিসা গলানো প্রাচীরের ন্যায় এখন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই ঐক্যর ভিতর যেন কেউ সুঁই ঢুকাতে না পারে। এখন বৈশ্বিক সংঙ্কট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এত বড় বোমা, এত বড় সাংঘাতিক জঙ্গি বিমান, আমরা ধারণাও করতে পারব না। ইস্পাতের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে এ দেশটা আমাদের পুর্বপুরুষরা মুক্ত করে দিয়ে গেলেন। এখন জাতির মধ্যে ঐক্য বিনষ্টকারী কোনো ব্যবস্থা রাখা যাবে না।

আমি আমার মুসলমান ভাইদেরকে বিনীতভাবে বলতে চাই, সম্মানিত ভাইয়েরা! রসুলেপাক (সা.) কি বলেছেন? একটা হাদিস শুনুন। আমার কথা নয়, আমিতো গুনাহগার সাধারণ মানুষ। আল্লাহর রসুল

(স.) বলেছেন, "এমন সময় আসবে যখন ইসলাম শুধু নাম থাকবে ।" আজকে আমরা একশো পঞ্চাশ কোটি মোসলমান । আমাদের জীবনে কোনো শান্তি নাই । দুই নাম্বারে তিনি বলেছেন, 'কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে ।' আজকে সোনার হরফে লেখা কোর'আন আছে । ঘরে ঘরে কোর'আন । প্রতিদিন কোর'আন তেলাওয়াত করা হচ্ছে । কোর'আন পড়ে লক্ষ লক্ষ আলেম বেরিয়ে আসছেন । কোর'আনের উপর তফসির হচ্ছে । কিন্তু কোর'আনের শিক্ষা নেই কোথাও । কোর'আনের আত্মা আজ হারিয়ে গেছে, তা কেবল অক্ষরই রয়ে গেছে । তিন নম্বরে তিনি বলেছেন, 'মসজিদগুলো হবে জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য । সেখানে কোনো হেদায়াহ থাকবে না ।' আজকে দেখুন, এমন মসজিদ সোনার টাইলস, সোনার গম্বুজ, সোনার দরজা । শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদ, টাইলস করা, মোজাইক করা । পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ । মসজিদ নির্মাণে আমার আপত্তি নেই । কিন্তু আমার রসুল বলেছেন, মসজিদগুলো হবে লোকে লোকারণ্য, জাঁকজমকপূর্ণ, কিন্তু সেখানে কোনো হেদায়াহ থাকবে না । এই কথাটাকে বিবেচনা করতে হবে । এই কথাটাকে ভাবতে হবে । মাথা গরম করলে চলবে না । উত্তেজিত হলে চলবে না ।

কার্ল মার্কস, লেনিন, স্টালিন মাও সেতুং, তারপরে আব্রাহাম লিংকন, রুশো, মেকিয়াভেলি এদের দর্শনগুলোকে আমরা বলি এরা কাফের । তাদের গ্রন্থগুলি কুফরি । মোসলমানদের এগুলো পড়া হারাম । এগুলো চিন্তা করা হারাম । অসুবিধা নাই আপনি বলেন । আমি হালাল কি হারাম সে ব্যাপারে কোনো রায় দিতে যাচ্ছি না । কিন্তু আমার কথা আরেক জায়গায় । আজকে আমার মতো গোনাহগার মানুষের এই কথাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে । ঐ আমেরিকার সাধারণ মানুষ যখন অত্যাচারে অত্যাচারে নিষ্পেষিত হচ্ছিল, ঐ রাশিয়ার কোটি কোটি বঞ্চিত শ্রমিক, কৃষক, জনতা যখন লাঞ্ছিত হচ্ছিল, ত্রাহী সুরে চিৎকার করছিল, ঐ ফ্রান্সের সাধারণ জনগণের যখন স্বাধীনতা ছিল না, একদিকে রাজার অত্যাচার, আরেকদিকে ধর্মগুরুদের অত্যাচার, ঐ চীন দেশের কোটি কোটি বঞ্চিত মানুষ যখন আত্মহারা হচ্ছিল মুক্তির নেশায় তখন তোমরা কোথায় ছিলে হে উম্মতে মোহাম্মদী? যে জাতিকে আল্লাহর রসুল গড়ে গিয়েছিলেন সমস্ত মানবজাতিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য । তখন তোমরা কোথায় ছিলে? তোমরা মসজিদে ছিলে । তোমরা মাদ্রাসায় ছিলে, খানকায় ছিলে । তোমরা বসে বসে বড় বড় কেতাব রচনা করেছ । জায়েজ-নাজায়েজের, সওয়াব-গোনাহের কেতাব রচনা করেছো । সুক্ষাতিসূক্ষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছ । আর তোমাদের সুলতানরা, তোমাদের তথাকথিত সম্রাটরা, ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল । তোমরা জগতের বিখ্যাত মোফাস্সির হয়েছ, মুহাদ্দিস হয়েছ, মুফতি হয়েছ কিন্তু বঞ্চিত জনতার মুক্তির জন্য তোমরা কেন গেলে না সেখানে? এজন্য মানুষ সেদিন জীবন দিয়েছে, বিপ্লব করেছে রাশিয়ায়, চীনে, যুক্তরাষ্ট্রে, ফ্রান্সে । রাশিয়ার মানুষ, চীনের মানুষ সমাজতন্ত্রকে আলিঙ্গন করে নিয়েছে মুক্তির নেশায় । গণতন্ত্রকে আলিঙ্গন করে নিয়েছে আমেরিকার মানুষ, মুক্তির নেশায় । তারা যখন একটা মতবাদ আলিঙ্গন করে নিয়েছে তখন তাদের কাছে তোমার ধর্মের আর কোনো আবেদন নাই । এটা কালে কালে যুগে যুগে সত্য হয়েছে । তোমরা কেন গিয়ে একথা বললে না, হে কৃষক-

শ্রমিক বঞ্চিত জনতা! দেখ আমার রসুল নির্যাতিত নিপীড়িত বেলালকে যেই কাবার সামনে আমরা সেজদাহ করি সেই কাবার উপরে উঠালেন। অর্ধ উলঙ্গ বেলাল, কৃতদাস বেলাল। সেই বেলালকে আমরা মর্যাদা দিয়েছি, সম্মান দিয়েছি। কৃতদাস যায়েদকে (রা.) আমার রসুল (সা.) নিজের পুত্র ঘোষণা দিয়েছেন, সেনাবাহিনীর প্রধান বানিয়েছেন। আমরা এমন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছি, এমন সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছি, আমাদের খলিফা পিঠে খাবার বোঝাই করে নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতেন। তার কোনো ব্যক্তিগত পাহারাদার ছিল না। আমরা এমন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছি একা একটা মেয়ে মানুষ রাতের অন্ধকারে নির্ভয়ে হেঁটে যায়। তোমরা এই মুক্তির বাণী, এই সাম্যের বাণী, এই মুক্তির গান নিয়ে তোমরা কেন সেখানে গেলে না? যখন তোমরা যেতে ব্যর্থ হয়েছ তখন তোমাদের ধর্ম তাদের কাছে আবেদন হারিয়েছে। এই দোষ কি লেনিন, কার্ল মার্কস, মাও সেতুংদের? কাজেই শত্রুতা করে কোনো লাভ নেই। অল্প কিছু মানুষ ছাড়া প্রায় আটশ' কোটি মানুষের সবাই তাদেরকে তাদের জাতীয় জীবনে বিধাতা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে কিন্তু সেই ব্যবস্থা শান্তি দিতে পারে নাই। এখন সময় হয়েছে আল্লাহর দ্বীনকে প্রকৃত ইসলামের অনাবিল রূপকে মানুষের সামনে তুলে ধরার। এই দায়িত্ব এখন মো'মেনদের পালন করতে হবে। এটাই এখন তাদের মুখ্য কর্তব্য। এটাই এখন মুখ্য দায়িত্ব। এখন যদি তোমরা বল, মেয়েরা আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢেকে বাক্সের মধ্যে তোমরা ঢুকে থাক, বের হয়ো না, তোমার একথা এখন কেউ নিবে না ভাই। কারণ তারা নারীদেরকে চাঁদের দেশে নিয়ে গেছে। একথা বললে তোমার নারীরা আর শুনবে না। তুমি রাগ করে বোম মেরে উড়িয়ে দিবা? তুমি আরও ধ্বংস করবা? লাভ নাই। কাজেই মাথা ঠান্ডা কর, একটু চিন্তা কর, একটু ভাব। আমরা কোথায় পথ হারিয়েছি? আমরা কোথায় ভুল করেছি? কোথায় আমাদের গলদ হয়েছে? কেন আমাদের মানুষগুলি এমন দিশেহারা, কেন আমরা আজ পথ পাচ্ছি না? কেন আমাদের সর্বত্র আজ আতঙ্ক-ভয়? একটু ভাবুন, দেখবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ পথ দেখাবেন। আল্লাহ মুক্তির পথ অবশ্যই দেখাবেন।

আজকে এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে আমি অনুরোধ করব, আপনারা হেযবুত তওহীদ আন্দোলন সম্পর্কে ভালো করে জানুন। না জানার কারণে, গত একুশ বছর থেকে আমাদের বিরুদ্ধে বহু অপপ্রচার চালানো হয়েছে। আমাদের এই বক্তব্য শোনার পর অনেকে বলছেন হেযবুত তওহীদ খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। সেটা ভুল ধারণা। আপনি বুঝতে ভুল করেছেন। আমি প্রকৃত ইসলামের কথা বলছি। আমি মুক্তির কথা বলছি। আমি খ্রিষ্টান হওয়ার জন্য বলি নাই। অন্যদিকে আমি যখন বলি আমার ইসলামে সমস্ত মানবজাতিকে শান্তি দেয়ার মতো একটা জীবনব্যবস্থা ছিল এবং আছে, আমার রসুলের ইসলাম দুনিয়াজোড়া মানবজাতিকে শান্তি দেয়ার মতো একটা জীবনব্যবস্থা দিয়ে গেছেন আমাদেরকে, তখনো আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়েছে। বহু রকমের অপপ্রচার। আলহামদুলিল্লাহ, এখন অনেকেই বুঝতে পারছেন যে, হেযবুত তওহীদ যেটা বলছে সেটাই সত্য। আমাদের কোন অর্থনৈতিক স্বার্থ নাই। ধর্মের নামে কোনো বিনিময় চলে না। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে সুরা বাকারার ১৭৪ নাম্বার

আয়াতে বলেছেন, "যারা আমার আয়াত গোপন করে এবং তার বিনিময় গ্রহণ করে তারা তাদের পেটে আগুন খায়, আগুন। আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। তাদের জন্য রয়েছে হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী। তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।" ধর্মের কোনো বিনিময় চলে না। ধর্মের নামে কোনো স্বার্থ চলে না। ধর্মের কাজ চলবে আল্লাহর জন্য। ধর্ম কী? ধর্ম হলো শক্তি, গুণ, বৈশিষ্ট্য। আগুনের ধর্ম কী? পোড়ানো। চুম্বকের ধর্ম কী? আকর্ষণ করা। আগুন যদি তার পোড়ানোর ক্ষমতা হারায় সে ধর্মহীন হলো। চুম্বক যদি তার আকর্ষণ ক্ষমতা হারায় তবে সে আর চুম্বক রইল না। তেমনি মানুষের ধর্ম কি? মানুষের ধর্ম হলো মানবতা। অন্য মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কষ্ট দেখার পর সেই দুঃখ নিজ হৃদয়ে ধারণ করবেন। তারপর দুঃখ নিবারণ করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন, তিনিই হলেন ধার্মিক।

আজকে সমস্ত দুনিয়াময় ওহে কথিত ধার্মিকরা, ওহে মোসলমান ভাইয়েরা, ওহে হিন্দু ভাইয়েরা, ওহে বৌদ্ধ ভাইয়েরা, ওহে খ্রিষ্টান ভাইয়েরা, আপনারা কেউ আরবীয় লেবাস ধরে, গেরুয়া বসন পরে, মসজিদে গিয়ে, মন্দিরে গিয়ে, গীর্জায় গিয়ে ভাবছেন আপনারা আল্লাহকে-ভগবান-ঈশ্বরকে পেয়ে গেছেন? জান্নাতে যাবেন, স্বর্গে যাবেন, হ্যাভেনে যাবেন? আমি বিনীতভাবে বলতে চাই, আমাকে ভুল বুঝবেন না। মানবতা যখন বিপর্যস্থ, মানুষ যখন ত্রাহী সুরে চিৎকার করে, তখন মানুষকে শান্তি না দিয়ে, মানুষকে মুক্তি না দিয়ে কারো কোনো ধর্ম পরিচয় থাকবে না। এই ধর্ম পরিচয় অর্থহীন। কাজেই ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাই হচ্ছে মানুষের শান্তি। মানুষের মুক্তি। এইজন্যই সমস্ত নবী-রসুলগণ, সমস্ত অবতারগণ, মহামানবগণ এই লক্ষ্যে সংগ্রাম করে গেছেন। সুতরাং আজ সারা দুনিয়াময় মানবতা বিপর্যস্থ। এই মানুষকে রক্ষার জন্য আপনারা এগিয়ে আসুন। তাহলে আপনারা হবেন ধার্মিক, আপনারা হবেন মো'মেন। আপনারা হবেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আপনাদের জন্য জান্নাত-স্বর্গ রয়েছে।

যারা রাজনীতি করছেন তাদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ, ধর্মের নামে যেমন স্বার্থ চলে না তেমনি রাজনীতির নামেও কোনো স্বার্থ চলে না। আল্লাহ যাকে শক্তি দিয়েছেন, মেধা দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন তিনি রাজনীতি করবেন মানবতার কল্যাণে কারণ সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা রয়েছে। তিনি নিজের ঘরে খাবেন, নিজের টেলিফোন বিল ব্যবহার করবেন, নিজের টাকা দিয়ে গাড়ির তেল পোড়াবেন আর মানবতার কল্যাণে ভূমিকা রাখবেন। আপনি হবেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা। হাশরের দিন এ রাজনীতি আপনাকে জান্নাতে নেবে। বংশ পরম্পরায় আপনার জন্য মানুষ দোয়া করবে। আজ দুনিয়াময় চলছে স্বার্থের রাজনীতি। পত্রিকায় পড়লাম বিশ্বের সবচাইতে পরাশক্তিধর রাষ্ট্র একটা নির্বাচনে পাঁচশো কোটি ডলার খরচ করবেন। সেই টাকা জোগার করছে কিভাবে? খুঁজে দেখুন নীতি-নৈতিকতার কোনো হিসাব নাই। ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বোধ নাই। সত্য-মিথ্যার কোনো বোধ নাই। একটা চেয়ারম্যান পদের জন্য নিজের দলের লোকদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। এ রাজনীতির জন্য হাশরের দিন আল্লাহর কাছেও জবাবদিহি করতে হবে। বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের এই সঙ্কট মুহূর্ত ভয়ানক।

এটার নাম হলো যুগসন্ধিক্ষণ। আমরা যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি। এই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে স্বার্থের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। সে রাজনীতিকদের আমরা চাই যারা আমার দেশের মানুষের জন্য আমার দেশের মাটির জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। ১৯৭১ সালে এমন রাজনীতিকদের রক্তের বিনিময় আমরা কি এদেশ পাই নাই? গত ৪৫ বছরের মধ্যে এইদেশে স্বার্থপরের রাজনীতি কারা ঢুকালো? কোত্থেকে আসলো? এ এক দীর্ঘ ইতিহাস। বলার সময় এখানে নেই। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, এখন থেকে ধর্মের নামে কোনো স্বার্থ উদ্ধার চলবে না আর রাজনীতির নামে কোনো স্বার্থ চলবে না। ধর্ম এবং রাজনীতি হবে মানবতার কল্যাণে। তবেই আমার দেশ বাঁচবে, ধর্ম বাঁচবে, আমার সমাজ বাঁচবে, সবকিছু বাঁচবে, আপনাদের সন্তানেরা শান্তিময়-সুখময় সমাজ পাবে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ আপনাদেরকে সেই সক্ষমতা দান করুন। আমি বিশ্বাস করি যারা সত্যের পক্ষে অবস্থান নেয়, তাদেরকে আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে আশ্বস্ত করেছেন, "যারা সত্যের পথ অবলম্বন করে, হেদায়াহ অবলম্বন করে তাদেরকে আল্লাহ ঐ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করে দেন।" কাজেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি। একটা যুগের বিনাশ হবে, নতুন যুগের সূচনা হবে। সূচনাপর্ব শুরু হয়ে গেছে। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না? এই নবযুগের সূচনালগ্নে আমি সত্যবাদী জনতাকে স্বাগত জানাই। যারা সত্যকে ধারণ করবেন, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবেন, ইনশা'ল্লাহ তাদের কর্মের বিনিময়ে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা হবে। এটাই পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বলেছেন। 'উলাইকা হুমুস-সাদিকুন' তারাই সত্যনিষ্ঠ মো'মেন। ভেতরে ও বাইরে সমান। আমি রাজনৈতিক বক্তব্যে দিতে আসি নাই। আমি মুখে এমন কথা বলবো না যেই কথা আমি আত্মায় বিশ্বাস করি না।

আমাদের প্রত্যেকটা কর্ম, প্রত্যেকটা আমল যেন হয় ইহকাল এবং পরকাল দুইকালকে সামনে রেখে। আল্লাহ বলেছেন, "রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্‌দুনিয়া হাসানাতাও। ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাও। ওয়াকিনা আজাবান্নার। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর করে দাও এবং পরকালকে সুন্দর করে দাও।" আমি ঐ জঙ্গিবাদী, সন্ত্রাসবাদী ঐ সমস্ত লোকদের বলতে চাই, তোমরা দুনিয়াকে বিনাশ করে দিয়ে আল্লাহকে পাবে না। দুনিয়ার মানুষকে শান্তি দেওয়ার মধ্য দিয়ে তোমরা আল্লাহকে পাবে। যার দুনিয়া সুন্দর তার আখেরাত সুন্দর। আসুন, আমরা আমাদের দুনিয়াকে গড়ে তুলি, শান্তিময় করে তুলি। আমরা আমাদের জন্মভূমিকে বাসযোগ্য করি। যেখানে কোনো ভয় থাকবে না, কোনো আতঙ্ক থাকবে না। একা একটা মেয়ে মানুষ স্বর্ণালঙ্কার পরিহিত অবস্থায় রাতের অন্ধকারে একা হেঁটে যাবে শত শত মাইল। কোনো ভয় থাকবে না। ইজ্জত হারানোর ভয় নাই। সম্পদ হারানোর ভয় নাই। তার কোনো কিছুর ভয় থাকবে না। এমন সমাজ আমরা বিনির্মাণ করবো ইনশাল্লাহ। সেটা কিভাবে সম্ভব? সেই সম্ভাবনার প্রস্তাব করে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদ। আমাদের কথা উপলব্ধি করুন, ভুল বুঝবেন না দয়া করে। আমরা ভাই ভাই। আল্লাহ বলেছেন, "সমস্ত মো'মেন ভাই ভাই।" আমরা ভাই, অন্যের সম্পদ পাহারা দেয়া আমার কর্তব্য। আমার ভাই আমার থেকে নিরাপদ থাকবে। আল্লাহর রসুল বলেছেন, সে কখনও মো'মেন হতে পারবে না যার জিহ্বা এবং হাত

থেকে অন্য মো'মেন নিরাপদ নয়। সে কোনোদিন মো'মেন হতে পারবে না। যে পেট পুরে খেল আর তার প্রতিবেশি অভুক্ত থাকল। এখানেই বুঝতে পারছেন ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ, যুদ্ধ-রক্তপাত থাকতে পারে না।

কাজেই সবাইকে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের পক্ষে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ না হলে কোনো লাভ নাই। আমি নিশ্চিত বলতে পারি যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, শুধু বাংলাকে নয় এই সত্য দিয়ে আমরা একদিন সমস্ত দুনিয়াকে লীড দেব ইনশাল্লাহ। আমি সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করুন। আমরা অতি সাধারণ মানুষ, গুনাহগার মানুষ। সেই জ্ঞান, সেই পবিত্রতা, সেই প্রজ্ঞা, সেই পরিচিতি আমাদের নেই। আপনাদের যাদের রয়েছে আপনারা এগিয়ে আসুন। আজ আমরা মাঠে নেমেছি। আমরা বুঝেছি আমাদের ধর্ম কী? আমরা বুঝেছি কোন্ পথে জান্নাত পাওয়া যাবে। আমরা বুঝেছি কোন্ পথে আল্লাহকে পাওয়া যাবে। পরকালে রসুলের সামনে গিয়ে বলতে পারবো লাব্বাইক, ইয়া রসুলাল্লাহ! যে দায়িত্ব দিয়ে আপনি এসেছিলেন সে দায়িত্ব কিঞ্চিত হলেও পালন করে এসেছি। আমরা শুধু এজন্য মাঠে নেমেছি। আমরা আপনাদের দোয়া চাই। আপনাদের আশির্বাদ চাই। আপনাদের সহযোগিতা চাই। আমাদের কোনো ভুল-ভ্রান্তি হলে আমাদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে। আমরা যেন ন্যায়ের পক্ষে মানবতার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই হিম্মত দেন। আপনারা আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন, কোনো শয়তানি শক্তি, কোনো আসুরিক শক্তি যেন আমাদের ভাইদের তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে না পারে, আপনারা এই দোয়া করবেন কারণ সমস্ত দুনিয়া যে বস্তুবাদী সভ্যতার তান্ডবে সয়লাভ হয়ে গেছে। মানুষগুলো এতটাই স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণে দুই মিনিট সময় ব্যয় করা, দুইটা টাকা খরচ করার প্রয়োজন বোধ অনেকে করছেন না।

এখন সেই সময় এসেছে মানবতাকে রক্ষা করার জন্য, এই মাটিকে রক্ষা করার জন্য, এই বায়ুমন্ডলকে রক্ষা করার জন্য, এই জলরাশিকে তথা আল্লাহর সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মী লাগবে। যাদের কোনো স্বার্থ থাকবে না। যারা শুধু বিনিময় নিবেন আল্লাহর কাছ থেকে। তারা কোনো পদ-পদবীর লোভ করবে না। তারা কোনো চেয়ারের লোভ করবে না। তারা কোনো সম্মান-সালামির অপেক্ষা করবে না। নির্বিঘ্নে-নীরবে-নিশ্চিন্তে লক্ষ কোটি জনতার অন্তরালে থেকে কেবল মানবতার কল্যাণে মোমবাতির মতো ধীরে ধীরে তার জীবনকে সে বিলিয়ে দেবে। এমন মানবতাবাদী লোক এখন খুবই দরকার। আমরা যেন সেটা হতে পারি। আমাদের মহামান্য এমামুয্যামান আমাদেরকে এই শিক্ষাটাই দিয়ে গেছেন।

আমার বক্তব্যের শেষ প্রান্তে এসেছি। আমি সালাম জানাচ্ছি আমার প্রিয় হাবীব রসুলেপাক (স:) কে। ইয়া রসুলাল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই মহাসত্য মানবজাতিকে দিয়ে গেলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা আমাদের কর্মদোষে সেটা হারিয়েছি। সেই সত্য আজকে আবার আমরা পেয়ে গেছি। ইনশাল্লাহ, ইসলামের নামে অপপ্রচার চালিয়ে আপনার, আপনার প্রভুর, আপনার কেতাবের বদনাম কেউ করতে পারবে না ইনশাল্লাহ। আমার সালাম জানাচ্ছি আমাদের মহামান্য এমামুয্যামানের প্রতি যার মাধ্যমে আমরা এই মহাসত্য পেয়েছি। এখানে আমাদের এই মঞ্চে উপবিষ্ট এই এলাকার সম্মানিত নেতৃবৃন্দ যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন, আমি তাদেরকে সালাম জানাচ্ছি। সবাইকে আমি বলব আসুন, আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হই আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য। জঙ্গিবাদী তান্ডব থেকে আমাদের দেশকে রক্ষার জন্য। আমাদের ধর্মকে রক্ষার জন্য। আমাদের এই প্রিয় ইসলামকে রক্ষা করার জন্য। সবাইকে সালাম, সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতাল্লাহে ওয়াবারাকাতুহ।